যুগান্তর

FEB. 03 2002

পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

● সাংবাদিক সম্মেলনে আ'লীগ নেতৃবৃন্দ

যুগান্তর রিপোর্ট

পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃত করায় আওয়ামী লীগ জোট সরকারের কঠোর সমালোচনা

পাঠ্যপুস্তক : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৪

পাঠ্যপুস্তক : বিকৃতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছে। আওয়ামী লীগ বলেছে, পাঠ্যপুস্তকে সীমাহীন মিথ্যাচার নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন করবে। এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, এ বছর সরকারি পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রকাশিত বিভিন্ন বইতে ভুল তথ্য ও বিকৃত ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করে লেখা হয়েছে যে, '২৬ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।' এ প্রসঙ্গে নেতৃবৃন্দ ১৯৭৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জাতির উদ্দেশে দেয়া বেতার ও টিভি ভাষণের বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, জিয়াউর রহমান ভাষণে বলেছিলেন, 'এই পবিত্র মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চের কথা, যেদিন চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আমার বলার সুযোগ হয়েছিল।'

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, জিয়াউর রহমান জীবদ্দশায় কখনোই দাবি করেননি তিনি ২৬ মার্চ ঘোষণা দিয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণাপত্র পাঠ করেছিলেন। অথচ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবার অষ্টম শ্রেণীর 'সাহিত্য কণিকা' বইতে লেখা হয়েছে, 'প্রভিশনাল বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।' নেতৃবৃন্দ এ তথ্য নাকচ করে দিয়ে বলেন, ১৯৭১-এর ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের রাষ্ট্রপতি ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কারা ছিলেন, তখন জিয়াউর রহমান কি ছিলেন তা জাতির অজানা নয়। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৌরবদীপ্ত ভূমিকা মুছে ফেলার এই অপচেষ্টা জাতির জন্য শুধু কলংকজনক নয়, বাংলাদেশের সংবিধান ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের পরিপন্থী।

সাংবাদিক সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক নূরুল ইসলাম নাহিদ। এছাড়া দলের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও সাবেক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, প্রচার সম্পাদক আবদুল মান্নান, সাবেক ছাত্রনেতা আবদুর রহমান ও শাহে আলম বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন আহসানউল্লাহ মাস্টার এমপি, গোলাম সারওয়ার হোসেন, আবদুল মজিদ, ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী, সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন প্রমুখ।

সাংবাদিক সম্মেলনে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মিথ্যা ইতিহাস শিক্ষাদানের মাধ্যমে বিএনপি-জামায়াতের দলীয় স্বার্থ হাসিলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সচেতন জনগণ বিশেষ করে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

ওবায়দুল কাদের বলেন, সর্বগ্রাসী দলীয়করণের প্রক্রিয়ায় এখন তারা ইতিহাসকেও জবরদখল করছে। নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে আসলেই একটি নৈরাজ্যকর অবস্থা চলছে।

আবদুল মান্নান বলেন, পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন ও পরিবর্জনের জন্য নিয়মনীতি রয়েছে, সরকার তার কোন তোয়াক্কা না করে সম্পূর্ণ দলীয় সিদ্ধান্তে ইতিহাস বিকৃতি ঘটিয়েছে। আবদুর রহমান বলেন, সরকারি হিসাবে দেশে বর্তমান সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশ, অথচ এ বছরের পাঠ্যপুস্তকে দেখানো হয়েছে ৪৮.৭ শতাংশ। এর উদ্দেশ্য কি?